খসড়া কপি (পরিমার্জন সাপেক্ষ)

১.০ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন

১.১ **১৯৮০ সালে** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ **সরকার** কর্তৃক **সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ** করার পর **ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯৮১ সালে জনশিক্ষা পরিদপ্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক।**

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ০৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলা ও ৫০৫টি উপজেলা/থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে সহকারী **উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রধান শিক্ষক** তাঁর সহকারী **শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে** থাকেন।

১.২ **প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ০৮টি বিভাগ, যথাঃ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পলিসি ও অপারেশন, প্রোগ্রাম, অর্থ ও হিসাব, আইএমডি এবং সেকেন্ড চান্স এডুকেশন-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ০৮ জন পরিচালকের মাধ্যমে নিম্নে** বর্ণিত **কার্যাদি সম্পাদন করা হয় :**

(১) **বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান;**

(২) **প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি**মালা **প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;**

(৩) **প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;**

(৪) **অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শ**ক **ও অন্যান্য কর্মচারী এবং**

শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) **প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর উন্নয়ন;**

(৬) **প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের** যথাযথ ব্যবহার **নিশ্চিতকরণ;**

(৭) **অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচা**রী **ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত; এবং**

(৮) **প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।**

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

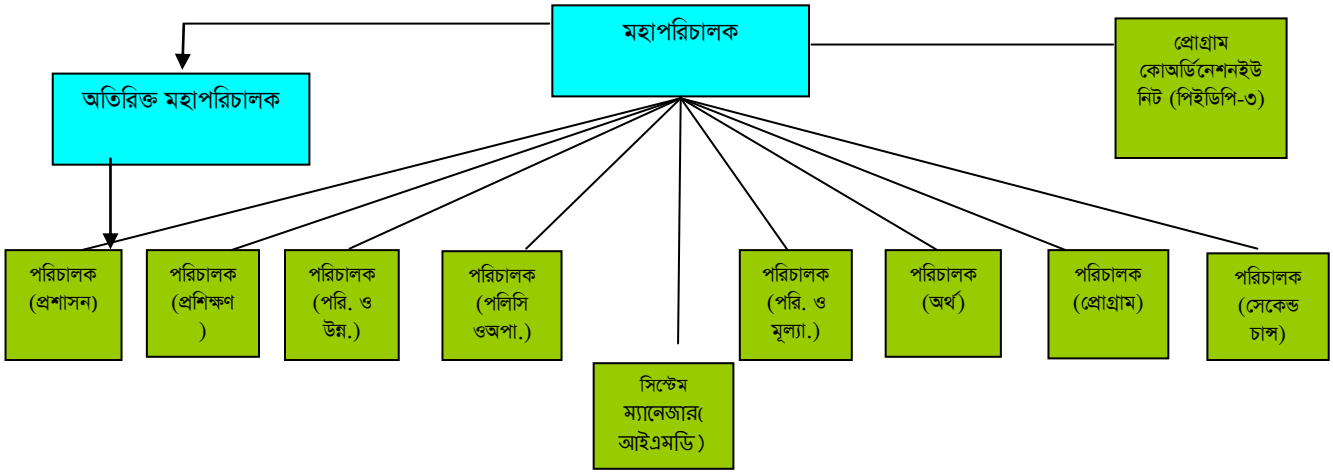

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) ও সবার জন্য শিক্ষা এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে ২০১১-১৮ মেয়াদে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৮) এর উপাদানসমূহঃ

(১) শিখনফল অর্জন।
(২) সবার সমান অংশগ্রহণের সুযোগ।
(৩) আঞ্চলিক ও অন্যান্য পর্যায়ে বৈষম্য দূরীকরণ।
(৪) বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) নিম্নবর্ণিত ০৫টি ফলাফল অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ঃ

(১) সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিকক্ষে বসেই অর্জন করবে।
(২) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে।
(৩) প্রাথমিক শিক্ষায় সকলে অংশগ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন ও শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর বা কমানো হবে।
(৪) উপজেলা বা বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
(৫) প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

পিইডিপি-৩ এর আওতায় নির্মিত বিদ্যালয় ভবন

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড :

সর্বজনীন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সৃষ্টিসহ শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এবং আরও ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন।

২। নিয়মিত সভার আয়োজন ঃ

ক) গঠিত নৈতিকতা কমিটির সভা ।

খ) মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ।

গ) অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা।

ঘ) সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা।

৩। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সেমিনার ওয়ার্কশপে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হিসেবে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় পুস্তিকা অন্তর্ভুক্তকরণ ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান।

৫। অন লাইন/ অভিযোগ বাক্স অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ।

৬। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন।

৭। অডিট নিষ্পত্তিকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অডিট সংক্রান্ত সভা আয়োজন।

৮। গণশুনানী গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ।

৯। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ।

১০। বিদ্যালয়ভিত্তিক এসএমসি ও শিক্ষক সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুকরণ এবং নৈতিকতা চর্চার বিষয় অবহিত করণ।

১১। পৃথক শিফটে পৃথকভাবে ছাত্রছাত্রী সমাবেশের আয়োজন, শুদ্ধ উচ্চারণে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, শিক্ষার্থী ও

শিক্ষকদের শপথ পাঠ এবং সমাবেশসহ শ্রেণি কক্ষে নৈতিকতা চর্চার জন্য আলোচনা ও নৈতিকতা বিষয়ক গল্প-কবিতা পাঠ।

১২। উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য নৈতিকতা চর্চার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৩। ছাত্রছাত্রীদের মনোদৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে কাব দল গঠন করে নৈতিকতা চর্চার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৫। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ অনুশীলন।

১.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ।
- ২০১৬ সালে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। যেমনঃ সিটিজেন চার্টার তৈরি ও বাস্তবায়ন, প্রতিটি দপ্তরে অভিযোগ বক্স স্থাপন, উদ্ভাবনী ধারণা আহ্বান, শিক্ষক ডাটাবেজ তৈরি , শিক্ষক বদলি সফটওয়ার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষকদের পেনশন সেবা সহজকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- শিক্ষকগণের পেনশন সহজকরণের জন্য ই-পেনশন এবং উপর ০২টি জেলায় পাইলটিং (মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল) করা হয়েছে। পেনশন সেবা সহজকরণের উপর ০১টি তথ্য পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নাগরিক সেবার উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ডিজাইন শীষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- A2i এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে ০৩ জন কর্মকর্তাকে মেন্টর প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মেনটরিং করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরও ১০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষায় সেবা সহজকরণের নিমিত্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- অনলাইন গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (GRS) এর মাধ্যমে আবেদপত্র সংগ্রহ করে তার সমাধান সাথে সাথেই অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।
- ৩০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরে সকল শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- অন-লাইনে একাউন্টিং সফট্ওয়ার এর মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে।

১.৫ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) ঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবর্তে Sub-Sector Wide Approach কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় পিইডিপি-২ শীর্ষক দুটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ সকল কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনাপূর্বক ০৯টি উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরও বৃহৎ পরিসরে পিইডিপি-৩ গ্রহণ করা হয় – যা বর্তমানে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

১.৫.১ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮১৫৩৮৮.৩৬ লক্ষ টাকা।

১.৫.২ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৮।

১.৫.৩ কর্মসূচির এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

১.৫.৪ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	১৫৩৮১.০০	১৫৬০০০.০০	২৪৭৫০০.০০	২৪০৪৩৭.০০	২৮০৪১৫.০০	৩৭২৯৬৩.০০
ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১৪৭৪৯.৮৮	১৫২৯৮১.৭৫	২৪৫৪৮৭.৯৪	২২৯৮৯৫.১৬	২৭৫০০১.০৮	৩৩৪১০০.৫৬
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৫.৯০%	৯৮.০৭%	৯৯.১৯%	৯৫.৬২%	৯৮.০৭%	৮৮.৫৮%
ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)						১২৫২২১৬.৩৭

১.৫.৫ কর্মসূচির সামগ্রিক লক্ষ্য : দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.৫.৬ কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলি :

প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য কার্যকরী ও যুগোপযোগী শিশু-বান্ধব শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি দক্ষ, একীভূত এবং সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.৫.৭ **বাস্তবায়ন কৌশল:** সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পিইডিপি-৩ এর কার্যক্রমকে ০৪টি কম্পোনেন্ট ও ২৯টি সাব-কম্পোনেন্ট-এ বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে । কম্পোনেন্ট গুলো :

কম্পোনেন্ট ১ : শিখন ও শিক্ষণ।

কম্পোনেন্ট ২ : অংশগ্রহণ ও বৈষম্য।

কম্পোনেন্ট ৩ : বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকারিতা।

কম্পোনেন্ট ৪ : সেক্টর/প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা।

১.৫.৮ **কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম:**

(১) শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন। এ জন্য শিশুদের উপযোগী খেলাধুলা সামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম ও পাঠ্য বই সরবরাহ করা হচ্ছে;

(২) Overcrowded বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪২-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক

৩৯,০০৩টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ।

(৩) চাহিদা ভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত।

(৪) পিটিআই, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইউআরসি, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস ও নেপ সম্প্রসারণ ও মেরামত।

(৫) বর্তমান কারিকুলাম সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী কারিক্যুলাম প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে।

(৬) দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সিইনএড এর পরিবর্তে ১৮ মাস মেয়াদের ডিপ-ইন-এড কোর্স প্রবর্তন।

(৭) উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

(৮) শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

(৯) পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে Digital Content ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদান পরিচালনা।

(১০) আইসিটি অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান করা ।

(১১) দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ।

(১২) চাহিদাভিত্তিক টয়লেট নির্মাণ ও মেরামত ।

১.৫.৯ পিইডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাস্তবায়িত প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

১.৫.৯.১ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি
১.	নলকূপ স্থাপন	৩৩০০.০০	৪২৯২টি
২.	ওয়াশ ব্লক	৭৭৫০.০০	৪৮৫৯টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১০২০৫.১১	৫৭টি
৪.	অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	৫৫৯৪৫.৮৮	৪৮৪৭টি
৫.	বড় ধরনের মেরামত	৮০০০.০০	২২৩৬ টি
৬.	**বিদ্যালয় ভবন ও শ্রেণিকক্ষ মেরামত/সংস্কার**	২৪৯৫.০০ ১৯৫৬.৪২	**২১৭৩৮ রুটিন মেরামত** **২৪৯৫টি ক্ষুদ্র মেরামত**
৭.	**বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত**	২৪০.০০	১২০০

১.৫.৯.২ Decentralized School management and Governance

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আরও বিকেন্দ্রীকরণে লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ এর মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের মালিকানাবোধ জাগ্রত করণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৬-২০১৭ অর্থবছর (লক্ষ টাকায়)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি
১.	স্লিপ গ্রান্ট	২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০	৫০৭ উপজেলা ৬৩,৭৫০ হাজার বিদ্যালয়ে প্রতিটিতে ৪০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২.	UPEP মাস্টার ট্রেনিং	১ কোটি	৭৪৪৭২৮০.০০	২৫২ উপজেলায় ৭৫৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১.৫.৯.৩ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস করে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পদবি	মোট নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক	মন্তব্য
১.	প্রধান শিক্ষক	৪৯৯ জন	
২.	সহকারী শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক মুক্তিযোদ্ধা কোটায়	২৯১৪ জন	মুক্তিযোদ্ধা কোটায়
৩.	সহকারী শিক্ষক	১৫০১৮ জন	পুল হতে নিয়োগ।
৪.	সহকারী শিক্ষক	৩১৫১৫ জন	প্যানেল হতে নিয়োগ।

*** তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১ জেলার তথ্য।**

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

ক্রমিক নং	লক্ষ্য মাত্রা ঃ ব্যাচ ও সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা বাস্তব	অর্জন বাস্তব	উক্ত সময়ে অর্জন।	হার %	মন্তব্য
১.	১০০৮৭ ব্যাচ ২৭৭৬০৭ জন	১১৯৫ ব্যাচ ৩২৫৩৫ জন	১১৯৩ ব্যাচ ৩২৪৬৮ জন।	৯৯৮৭ ব্যাচ ২৭৬০৯৪ জন।	৯৯.৪৫%	

১.৫.৯.৪ বিনামূল্যে বই বিতরণ

পিইডিপি-৩ এর অন্যতম কার্যক্রম বিনামূল্যে বই বিতরণ। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। লেখাপড়ায় শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে সাদা-কালো বইয়ের পরিবর্তে রঙিন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে শিশুদের লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০১৬-১৭ অর্থবছর (লক্ষ টাকা)			মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	
১	**বই বিতরণ**	৪০৫৮৯৯৫৪৫০.০০ চারশত পাঁচ কোটি উননব্বই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা।	৪০০৩৫৪২২৪১.৮০ চারশত কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত একচল্লিশ টাকা আশি পয়সা।	১০০%	মোট ২,৪৯,৮৩,৯৯৩ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে **প্রাক-প্রাথমি**কের ৩২৬২৮৬৪ জন ও **প্রাথমিক** বিদ্যালয়ের ২১৭২১১২৯ জন **ছাত্রছাত্রী** ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় গণভবনে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।-পিআইডি

১.৫.৯.৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য পৃথক ভাবে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট জাকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হয়।

১.৫.৯.৬ প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিইডিপি-২ তে ০৪টি এ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পিইডিপি-৩ তে ০৪টি এ্যাকশন প্ল্যানকে সমন্বিত করে একটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয় যেটি `Gender & Inclusive Education Action Plan, এর আওতায় মেয়ে শিশু, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশু, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুকে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পৃক্ত করে এগিয়ে নেয়ার লক্ষেই একীভূত শিক্ষা শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অর্জনসমূহ: বর্তমান সরকার ৩৭,৬৭২ (সাইত্রিশ হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ০১ জন করে সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছেন। ইতোমধ্যে ৬১ জেলায় চারধাপে (১৩,৯৮৮+৬,৯৩৩+১৩,৯৭৪+২৯১৪)=৩৭,৮০০৯ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ৩৬৬৭৮৫১ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ১৪৩০৮ জন শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৫৩৯৬ জন শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সকল মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ০৩ দিনের ওরিয়েনটেশন এবং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি উপজেলা হতে ০২ জন করে কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের সুবিধার্থে সরকার GO-NGO Collaboration Guide Line and Implementation Plan অনুমোদন করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে GO-NGO Collaboration Guide Lineএবং Implementaion Plan এর আলোকে বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাঁদের বিদ্যালয়/শ্রেণিতে অধ্যায়নরত শিশুদের বিনামূল্যে শিখন-শেখানো সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

১.৫.৯.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA- National Student Assessment) একটি নমুনাভিত্তিক মূল্যায়ন। আদর্শমান বজায় রেখে প্রণীত ৩৫ থেকে ৪০টি অভীক্ষাপদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিখন মাত্রা পরিমাপের উদ্দেশ্যে এক বছর অন্তর অন্তর জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে Mastering learning outcome নির্ণয় করা হয়। শিশুদের বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত যথাযথ কিনা এবং শিশুরা শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো যথাসময়ে অর্জন করতে পারছে কিনা-তা যাচাই করার জন্য নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী বাছাই করে ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিত বিষয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি প্রচলিত পরীক্ষা তথা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে ভিন্নতর। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত কৌশল নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ এর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৭-এর প্রাথমিক কার্যক্রম যেমন ফার্ম নিয়োগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, টেস্ট আইটেম প্রস্তুত-এর জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন শেষে ৬৪ জেলার দেশের ৮৮ উপজেলার ১৬০০ বিদ্যালয়ে অভীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে Education Household Survey 2014 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৬ সালে বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি প্রতিবেদন (Annual Primary School Census-2016) প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য গবেষণলব্দ ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় দেশের সকল ক্যাটাগরির (২৭ ক্যাটাগরির) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলো হলো ঃ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো. শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ভূমির তথ্য, স্যানিটেশন ও ওয়াশব্লকসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্লিপ অনুদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, ক্যাচমেন্ট এলাকার শুমারিকৃত শিশুদের তথ্য ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, যেমন ঃ GER, NER, Cycle Dropout Rate, Survival Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI(GER), GPI(NER), Year inputs per graduate সন্নিবেশিত করে প্রতিবছর APSC প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, তাই এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার দর্পণ (Mirror) বলা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে Education House Hold Survey-২০১৪, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ,

শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য চিকিৎসাসহ জীবন যাত্রার মান অর্থাৎ আর্থ-সমাজিক অবস্থা শিক্ষায় কি প্রভাব ফেলে তা যাচাই করার জন্য এ জরীপ করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন হচ্ছে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা Annual Sector Performance Report (ASPR). যা প্রতিবছর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০১৭ সালের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সূচক যেমনঃ PSQL(Book distibution, Assist.Teachers and Sub-Cluster training, and Slip grands) এবং KPI (Primary education completion ezamination, Out of school children (boys and girls), Gender Parity Index of GER, GER(EFAs), NER(EFAs) প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

১.৫.৯.৮ শিখবে প্রতিটি শিশু

বর্তমান সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষকদের উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - প্রায় শতভাগ ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং জেন্ডার সমতা অর্জন ইত্যাদি। তবে শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে আরও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর আওতায় `শিখবে প্রতিটি শিশু (ইসিএল)` নামে একটি `দিক নির্দেশক` পাইলট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো : শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন নিশ্চিত করা। ইসিএল কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার মাধ্যমে একটি কার্যকর ও স্বয়ংক্রিয় শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রবর্তন করা, এবং শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুর শিখন অর্জনে শিক্ষককে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা। অর্থাৎ ইসিএল এর সার্বিক লক্ষ্য হলো শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে গুণগত পরিবর্তন আনা।

২০১১-২২ অর্থবছর হতে শুরু করে ২০১৬ পর্যন্ত ৫৪টি জেলার মোট ১২৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ECL কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রোগ্রাম ডিভিশন ৭১৬০জন শিক্ষক ও ৮০৮ জন স্থানীয় পর্যায়ের রির্সোস পারসনদের (ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, এইউইও, সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর), প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৯৪০টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে এসআরএম ও টিএলএম বাবদ ৮০০০/- টাকা দেয়া হয়েছে।

ইসিএল কার্যক্রমের মৌলিক নীতির আলোকে বাংলা ও গণিত বিষয়ের দু`টো লিফলেটের ওপর সাব-ক্লাস্টার পর্যায়ে ১০ জেলার সকল শিক্ষককে ০২ দিনের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকগণ ইসিএল বিষয়ে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যা পরবর্তীতে তাদের নীড বেইজড সাব-ক্লাস্টার লিফলেট প্রণয়নে সহায়তা করবে।

ইসিএল বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে ইসিএল কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে `ইসিএল স্ট্রেন্দেনিং মডেল`র প্রস্তাবনা ২৮ জুন ২০১৫ খ্রি: তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে। অনুমোদিত স্ট্রেন্দেনিং মডেলটি ০৭টি বিভাগীয় শহরের নির্বাচিত ৫০টি বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় পিইডিপি-৩ এর আওতায় `শিখবে প্রতিটি শিশু (ইসিএল), স্ট্রেন্দেনিং মডেল ওয়ার্কশপ গত ২৮ মে ২০১৬ খ্রি: তারিখ এনসিটিবি, নেপ, অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়| ওয়ার্কশপের মতামত অনুযায়ী ইউনিসেফ কর্তৃক ০৪টি বিষয়ে (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) ০৪ জন পরামর্শক ও ০১ জন সমন্বয়ক নিয়োগ করা হয়। পরামর্শকগণের নেতৃত্বে ০৪টি দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দলে এনসিটিবি ও নেপ এর প্রতিনিধি, ইসিএল রির্সোস পারসন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শিক্ষকদের সমন্বয়ে ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপ করে মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১.৫.৯.৯ সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার শতভাগ ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিখন-শেখানোর গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্য প্রতি বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্দ্যোগে কৃমিনাশক ঔষধ বছরে দু,বার করে খাওয়ানো এবং একই সাথে বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা হয়েছে। কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্ট্যাটেজি পেপারের "লিটল ডক্টর„ ধারণাটি এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য যেমন: ১। ওজন; ২। উচ্চতা; ৩। দৃষ্টি শক্তি; ৪। বয়স; ৫। শ্রেণি ইত্যাদি তথ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফর্মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থবছর	
		অর্থের পরিমাণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	ইউনিসেফ (পিইডিপি-৩)	৭২.৯৯ লক্ষ	১৬৮০ জন

১.৫.৯.১০ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৫০৮টি উপজেলায় দেশে ৭,২৬৭টি এবং বহিঃ বাংলাদেশে ১২টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়৷ উক্ত পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮,০৬০৯৬ জন৷ ছাত্রী ১৫০৭৩১৮ জন ও ছাত্র ১২৯৮৭৭৮ জন৷ এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬৯৬২১৬ জন৷ ছাত্রী ১৪৫৭০৩৫ জন, ছাত্র ১২৩৯১৮১ জন, উত্তীর্ণ: ২৫৬৬২৭১ জন এবং পাশের হার: ৯৫.১৮%।

১.৫.৯.১১ ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

২০১৬ সালে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সমগ্র বাংলাদেশে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৯৪৩৮১ জন। ছাত্রী ১৩৯৯৪১ জন ও ছাত্র ১৫৪৪৪০। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫৪৩৯৯ জন। ছাত্রী ১২৪৬৯৬ জন এবং ছাত্রী ১২৯৭০৩ জন। উত্তীর্ণ : ২৩৬৪৪৪ জন এবং পাশের হার: ৯২.৯৪%।

১.৫.৯.১২ `মীনা দিবস, ঃ

মীনা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র। মীনা কার্টুন চরিত্রটি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল তথা দক্ষিণ এশিয়ার মেয়ে শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি বালিকা চরিত্র। মীনা চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৯১ সালে একজন দশ বছর বয়সী বালিকা হিসেবে। মীনা নামের এই বালিকা চরিত্রটি মেয়ে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। শিশুদের সাথে সব বয়সের মানুষই মীনাকে খুব পছন্দ করে। সে কারণে ১৯৯৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখ হতে দেশব্যাপী `মীনা দিবস, উদযাপন করা হচ্ছে । প্রতিবছরই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ দিবসটি পালন করে আসছে।

১.৫.৯.১৩ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন ঃ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো: বিদ্যালয়, ক্লাস্টার ও উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী, শিক্ষক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে পদক ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করা। ২০১৭ সালের ২৯ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৬ এর ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ঃ

ইভেন্ট	ছাত্র	ছাত্র	মোট
১০০ মিটার দৌড়	৩	৩	৬
দীর্ঘ লাফ	৩	৩	৬
উচ্চ লাফ	৩	৩	৬
ভারসাম্য দৌড়	৩	৩	৬
উপস্থিত বক্তৃতা	৩	৩	৬
ক্রিকেট বল নিক্ষেপ	৩	৩	৬
অংক দৌড়	৩	৩	৬
একক অভিনয়	৩	৩	৬
মোরগ লড়াই	৩	৩	৬
পল্লী গীতি/ আঞ্চলিক গান	৩	৩	৬
আবৃত্তি	৩	৩	৬
চিত্রাঙ্কন	৩	৩	৬
দেশাত্ববোধক গান	৩	৩	৬
নৃত্য	৩	৩	৬
কাব শিশু	১	২	৩

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক, শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রেষ্ঠ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, শ্রেষ্ঠ উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী, শ্রেষ্ঠ পিটিআই, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝরেপড়া উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সক্ষম বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ জেলা ও শ্রেষ্ঠ উপজেলা কে পদক প্রদান করা হয়।

১.৫.৯.১৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুমোদিত পদসংখ্যা ছিল ৪,৪৭,৯৬৭টি । বর্তমানে কর্মরত পদ সংখ্যা ৩,৮৪৩৬২টি এবং মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৪৯৭১৮টি। জেলা কর্মকর্তার শূন্য পদ ২৩টি সহ অন্যান্য ২য় শ্রেণির প্রধান শিক্ষকসহ ২১২৫৫টি, সহকারী শিক্ষক ২০৪৮৬ টি সহ ৩য় শ্রেণির অন্যান্য ৯৭৫টি এবং ৪র্থ শ্রেণির দপ্তরী কাম প্রহরীসহ ১৫৭৮০টি । প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে ৭৬ জনের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং তৃতীয় শ্রেণির অন্যান্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৭৯০৭টি । এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩১২১টি। অনিষ্পন্ন রয়েছে ৪৭৮৬টি।
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৭৩টি । এর মধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে ৩০টি । অনিষ্পন্ন রয়েছে ৪৩টি।

১.৪.১০.১৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম ঃ

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রায় ৬৫ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০৩ লক্ষ ৯৩ হাজার শিক্ষক, ০২ কোটি ২০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, ৫০৮টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৫০৮ টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ৬৭টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনসটিটিউট (পিটিআই), ৬৪ টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ০৭টি বিভাগীয় অফিসকে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। গুণগত ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত নিম্নরূপ আইসিটি অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে:

- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর ও ইনস্টিটিউট-এ কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি সামগ্রী তথা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাদি ব্যবহার করে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে;
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও শক্তিশালী সার্ভারের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্যসংগ্রহ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং ওয়াই-ফাইসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধাদি কার্যকর রয়েছে;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৬টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, এছাড়াও প্রতিটি ল্যাবে ২০টি করে কম্পিউটার, ০৫টি করে ল্যাপটপ কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৬৫০০০) মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুতির মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট মডেম ও সাউন্ড সিস্টেম) সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ইতোমধ্যে ৮৯২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে ১৩,২৫৪ টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে। ৫০,০০০ ল্যাপটপ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আরও ৩৬৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া ও ৫১,০০০ সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ল্যাপটপ বিতরণের ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে, যে সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এবং আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে সেইসব বিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

- পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হবে। আগামী জুন ২০১৮ এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংযুক্ত সকল বিদ্যালয় ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর বিতরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইস বিতরণের নতুন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিম্নরূপ সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে ঃ

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রতি বছর প্রায় ৩৩ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীগণ সরাসরি ফলাফল পাচ্ছে। তাছাড়া মোবাইলের এসএমএসের মাধ্যমে সমাপনী ফলাফল গ্রহণ করতে পারছে।
- ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও চাকুরীকালীন তথ্যসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে ডাটাবেইস হতে শিক্ষকদের বিভিন্ন সেবাসমূহ প্রদান করা হবে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মোবাইল এসএমএস ও অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যেমে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় এবং সকল দরখাস্তকারীর প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষার সময়সূচী অবগত করানো মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে হয়ে থাকে।
- সারাদেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কার্যক্রম অনলাইন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও জেলা পর্যায়ে সরাসরি প্রশ্নপত্র প্রিন্ট এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে অতি স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও অধিক স্বচ্ছতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম সমাধা করা হচ্ছে।
- Online Accounting System এর মাধ্যমে প্রাইমারি এডুকেশন ডেপেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৩ (পিইডিপ-৩) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১১৫৩ অফিসের প্রোগ্রাম চলাকালীন বরাদ্দসমূহ অনলাইনে প্রেরণ ও ব্যয় বিবরণী অনলাইন সফটওয়ারের মাধ্যমে সরাসরি সার্ভারে গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ৮০ টি উপজেলায় ই-মনিটরিং পাইলট প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যে কোন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করতে পারে । এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে চালু করা হচ্ছে।
- গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ও মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায় ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য (ছবি ও জন্ম নিবন্ধন নম্বর, পিতা মাতার ভোটার আইডিসহ) সরবরাহের পাইলট প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।
- PEPMIS Online Database এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- অনলাইন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সকল বিদ্যালয়(All Type) এর বই এর বছর ওয়ারি চাহিদা নিরূপণ ও বিতরণের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- বাৎসরিক বিদ্যালয় শুমারী (APSC)-তে ২০১৭ সালে ২৬৩টি উপজেলায় অনলাইনে সকল বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৪৫টি উপজেলায় অফলাইনে সকল বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

- ছাত্র ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সারা দেশের ০২ লক্ষ ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর মায়ের মোবাইল নম্বরে শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে অনলাইনে উপবৃত্তির টাকা প্রেরণ করা হচ্ছে।
- ডিপিই কন্টাক্ট এ্যাপস: মোবাইল ভিত্তিক এই এ্যাপসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোবাইল নম্বরসহ আনুষঙ্গিক সকল তথ্য জানা যাচ্ছে।
- এ বছর হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ইবেতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পুন:নিরীক্ষা কার্যক্রম ও মোবাইল এসএম এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

<u>ডিজিটাল ক্লাশরুম বাস্তবায়নে অগ্রগতিসমূহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:</u>

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ইতিমধ্যেই দেশের ৩৭০ জন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি রিসোর্স পুল গঠন করা হয়েছে। উক্ত রিসোর্স পুলের আওতায় পিইডিপি-৩ এর ম্যাধ্যমে প্রতি বছরে প্রায় ১৫০০০ শিক্ষককে দেশের জেলা পর্যায়ের পিটিআইসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪২০০০ শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুততের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি) আলোকে গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ক ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেটে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের ধারণাসমূহ আরও আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করতে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ছবি, চার্ট, ডায়াগ্রাম, অডিও ভিডিও-সহ মাল্টিমিডিয়া উকরণসমূহ সংযোজন করে এ্যানিমেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্লাশরুমে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক/প্রশিক্ষক, প্যাডাগোজি বিশেষজ্ঞ, এডুকেশন সেক্টর বিশেষজ্ঞ, চাইল্ড সাইকোলজিষ্ট, কালার ও এনিমেশন বিশেষজ্ঞদের সরাসরি অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে প্রতিটি অধ্যায়ের কাঙ্খিত শিখনফলের আলোকে এই ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্টসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে-

- কন্টেন্টসমূহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়কে সহজ এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
- কন্টেন্টসমূহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষে রূপান্তর করা হচ্ছে।
- পাঠদান অধিকতর মনোযোগ-আকর্ষণীয় হচ্ছে।
- বিষয়ভত্তিক ধারণা স্পষ্ট ও উন্নততর হচ্ছে।
- পাঠ্য সম্পর্কে শিক্ষকের অনুধাবন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য স্ব-শিক্ষণের ব্যবস্থার সুযোগ হচ্ছে।
- আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিচিতি বাড়ছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১.৪.১০.১৬ Second Chance and Alternaive Education Program

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার মহানগর এলাকা এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধা জেলার নির্বাচিত এলাকা হতে ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভুত ৮-১৪ বছর বয়সী মোট ০১ লক্ষ শিশুকে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২১ জুন ২০১৭ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে ০১ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভুত ও ঝরেপড়া শিশুকে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রদানের জন্য নির্বাচিত বাস্তবায়ন সংস্থা ISA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন এওপি নং এর বিপরীতে মোট ৭১,৮৩,১০০.৪৮ টাকা বরাদ্দ পায় এবং মোট ৩৯,৩২,২১৩.০০ টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়। অব্যায়িত ৩২,৪৯,৮৩৮.৪৮ টাকা যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়।

২.০ পিইডিপি-৩ বহির্ভুত অন্যান্য প্রকল্প

২.১ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ, সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে, মান উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২.১.১.	কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪০০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২.১.২	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।
২.১.৩	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার
২.১.৪	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ (সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপালিটি-সহ) এবং ৮৭ টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয়।
২.১.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি।
২.১.৬	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	বিদ্যালয়গামী ০১ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান।

২.১.৭ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) **:**

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	১৪০০০০.০০	১৪০০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৩৮৮৯৫.৩৩	১৩৮২২৫.৭৯
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.২১%	৯৮.৭৩%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	১৩৮৮৯৫.৩৩	২৭৭১২১.১২

অর্জন : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতিরেকে গ্রামীণ এলাকার ১০০% অস্বচ্ছল পিতা-মাতার সন্তান উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর আওতাভুক্ত। এ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়গামী ১ কোটি ১৭ লক্ষ দরিদ্র শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৩.১ রিচিং আউচ অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)

যে সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে অথবা যারা কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি অথচ বয়স ১৪ বছর হয়েছে – ঐ সকল শিশুর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যের প্রেক্ষিতে ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে - যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষণ কেন্দ্রের স্থাপন করে দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভুত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

উপজেলা পর্যায়ে সাফল্যের পর দেশের ১০টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিগুলোতে ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে ২০১৬ সাল হতে আরবান স্লাম আনন্দ স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১০টি সিটি কর্পোরেশনে ৩৫০টি কম্পাউন্ডে ১৬৪৭টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৪,১৮৪ জন বস্তিবাসী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।প্রাথমিক শিক্ষার পর যে সব কিশোর/যুব পরবর্তীতে আর শিক্ষা না নিয়ে নিষ্ক্রিয়/বেকার ; এমন ১৫-২৩ বছর বয়সী কিশোর/যুবকদের প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরবর্তীতে জীবিকা অর্জনে সহায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে ২০১৬ সাল হতে রস্ক-২ প্রকল্পের আওতায় (রস্ক ১ম পর্যায়ের) ৯০টি উপজেলায় প্রি-ভোকেশনাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৩.২.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,০৮,৫২৫.৭৬ লক্ষ টাকা।
৩.২.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮।
৩.২.৩	অর্থায়নে উৎস	:	৫,৮০৮.৫৩ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার); ১,০২,৭১৭.২৩ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-বিশ্বব্যাংক)।
৩.২.৪	প্রকল্পের এলাকা	:	দেশের ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলা।
৩.২.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	• দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভুত ঝড়েপড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করার জন্য ২য় সুযোগ সৃষ্টি করা। • নারীর ক্ষমতায়ন। • মান সম্মত শিক্ষা ও যোগ্য শিক্ষক তৈরি।
৩.২.৬	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	• ২১৩৬১টি শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.২০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান। • আরবান স্লাম শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১০টি সিটি কর্পোরেশনে ৫০ হাজার বস্তিবাসী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান। • নির্বাচিত ৯০টি উপজেলায় কিশোর/যুব পরবর্তীতে আর শিক্ষা না নিয়ে নিষ্ক্রিয়/বেকার এমন ২৫ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩.২.৭ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) **:**

অর্থবছর	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**
বরাদ্দ	৬৮২৪.০০	১৪৫৬০.০০	১৬৫৫৩.০০	১৪৭৬৬.০০	১৬,৫০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৯৮.৬৭	১৪২১৬.৬২	১৪৫৫৩.৪৭	১৩০৯২.০৪	১৪,৪১৯.৭৭
ব্যয়ের শতকরা হার	২.৯১%	৯৭.৬৪%	৮৭.৯২%	৮৮.৬৬%	৮৭.৩৯%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	-	-	-	-	৫৬,৪৬৯.৮৪

৪.১ চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) :

বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীর বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে অবকাঠোমো বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর মাধ্যম বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯১২৩৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২।

অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।

প্রকল্পের এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

সামগ্রিক এলাকা : জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোকে পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার পূর্বক ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০টি (চল্লিশ হাজার) শ্রেণিকক্ষ পুননির্মাণ, ৪০,০০০টি (চল্লিশ হাজার) শ্রেণিকক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ ৮,০০০টি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	**২০১৬-১৭**
বরাদ্দ	২,০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৭২.১৯
ব্যয়ের শতকরা হার	৮.৬০%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	৮.৬০%

অর্জন : প্রকল্পটি গত ২২/১২/১৬ খ্রি: তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ থেকে শুরু হবার কথা থাকলেও প্রকল্প পরিচালক ২১/০৩/১৭ খ্রি: তারিখে পদায়ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের কার্যক্রম মার্চ/২০১৭ মাসে শুরু হয়েছে।

৪.২.১.দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি:

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হলো দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার কল্যাণে গৃহীত সফল একটি কর্মসূচী। দরিদ্রতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির পূর্বেই ঝরেপড়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঝরেপড়ার প্রবণতা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধরিত পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: **৪৯৯১৯৭.২৯** (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য¨: **১২৫৪৯০.৪৭**)।
- **প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০২০।**
- **অর্থায়নের উৎস: বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কমূসূচী।**
- **প্রকল্প এলাকা: ৩৫ টি জেলার ১০৪ টি উপজেলা।**
- প্রকল্পের লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য:
  প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
  প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
  প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ

প্রাথমিক শিক্ষ চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ।

- প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১০৪ টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ৩২.৩১ লক্ষ শিক্ষার্থর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চমানের পুষ্টিসমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী,র অর্থায়নে পরিচালিত সর্বমোট ১০১ টি বিদ্যালয়ের ১৬,৩৭৭ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে পাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার (মিড-ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে (বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলায় সকল ইউনিয়নের ৬৫ টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০,৪২৭ জন এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় দুটি ইউনিয়নের ৩৬ টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৯৫০ জন) ।

- **কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):**

অর্থ বছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	১৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭৮.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯৮.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	**৪১৮৩০.০০**	**১২১৮০.০০**	**৫৪০১০.০০**	**৩৬২৯৬.১৬**	**১২১৭০.৬৩**	**৪৮৪৬৬.৯৭**	**৮৯.৭৪%**

অর্জন: ৩০ লক্ষ ০৫ হাজার ৪৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৪.২.২ বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে ঐ সমস্ত এলাকার শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করে এমডিজি এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয় গমনের সুযোগ প্রদানের সুবিধার্থে যে সকল এলাকায় কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই – সে সকল এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং এর সাথে আসবাবপত্র সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত জরিপে বেশ কিছু বিদ্যালয়বিহীন এলাকা চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ''বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিদ্যালয়বিহীন এলাকার তালিকা হতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪.২.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯০৫৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা।

৪.২.৪ প্রকল্পের মেয়াদ: অনুমোদিত:

জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর২০১৭। মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রক্রিয়াধীন: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৮।

৪.২.৫ অর্থায়নের উৎস: বাংলাদেশ সরকার।

৪.২.৬ প্রকল্পের এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ।

৪.২.৭ সামগ্রিক লক্ষ্য: বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৪.২.৮ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা: ১৫০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

৪.২.৯ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

	২০১৬-১৭ অর্থ বছর
বরাদ্দ	১৮,৭০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৩,৩০১.৩২
ব্যয়ের শতকরা হার	৭১.১৩%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	৭৯,৯৬৩.১৩

অর্জন: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৮৯ টি, প্রকল্প শুরু থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৩৬৮ টি এবং প্রকল্প শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৪৫৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

৫.১ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পিটিআই বিহীন ১২টি জেলায়১২টি পিটিআই স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পিটিআইয়ের নির্মাণ কার্যক্রমগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫.১.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৯৪৪.৭৫ লক্ষ টাকা।

৫.১.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭।

৫.১.৩ অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৫.১.৪ প্রকল্পের এলাকা : গোপালগঞ্জ, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, শরিয়তপুর, ঢাকা, শেরপুর, রাজবাড়ী, মেহেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি।

৫.১.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : ১২ পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রতিবছর ১৫৮৪ জন শিক্ষককে সিইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫.১.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ১২টি পিটিআই স্থাপন।

৫.১.৭ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	২৫.০০	৪১০০.০০	৫৮৫০.০০	৫০২০.০০	৪৫০০.০০	২৪৭০.০০	৩০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	০.৪৬	৪০৯৫.২৫	৫৭৮৭.৬৬	৫০০৩.৯০	৪৪৩৬.২৫	২৩৪৬.৮৪	১৯০.৮০
ব্যয়ের শতকরা হার	১.৮৪%	৯৯.৮৮%	৯৮.৯৩%	৯৯.৬৮%	৯৮.৫৮%	৯৫.০১%	৬৬.০০%

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি							২২৫০৭.২২

অর্জন : দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ১২টি পিটিআইতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৬.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি)

আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির আবশ্যকতা থাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের ন্যায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮০টি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করে।উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করাহয়।

৬.১.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৯৫১.৫৬ লক্ষ টাকা।

৬.১.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুন ২০১৮ পর্যন্ত।

৬.১.৩ অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

৬.১.৪ প্রকল্পের এলাকা : বাংলাদেশের ২০টি জেলার ৮৩টি উপজেলা।

৬.১.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশী প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য মান সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থাকরণের নিমিত্ত শিক্ষার উন্নততর পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণঃ

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উন্নততর ভৌত অবকাঠামোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষকদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ ও সেনিটেশন সুবিধা প্রদান।
(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করণ।
(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল স্কুলগামী শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।
(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

৬.১.৬ প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা : ১৭০টি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

৬.১.৭ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-২০১৭
বরাদ্দ	১১৩৫.০০	৪০০০.০০	৯৪০০.০০	৪৩৮৩.০০	৪১১৭.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৭১.৯৮	৩৯৯২.৪১	৮৩১৮.৩৫	৪৩২১.৫৮	১০৪৯.৪৩
ব্যয়ের শত করা হার	৬.৩৪%	৯৯.৮১%	৮৮.৪৯%	৯৮.৬০%	২৫.১২%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি					১৭৮৩০.৪৯

অর্জন: ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ১৪০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে বাস্তব অগ্রগতি ৮৭.৫৬%

৭.১. ইংলিশ ইন এ্যাকশনঃ

বাংলাদেশ প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম মূলত বাংলা। ইংরেজি বিষয়ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর বই বাংলায় প্রণীত।ইংরেজি একটি আর্ন্তজাতিক ভাষা হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে দক্ষ পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদানে প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৭.১.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা।
৭.১.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।
৭.১.৩	অর্থায়নের উৎস	:	বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।
৭.১.৪	প্রকল্পের এলাকা	:	০৮ বিভাগ, ৬৪ জেলা, ২৪৫ উপজেলা।
৭.১.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৭.১.৬	প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা	:	৪৫০০০ প্রাথমিক শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭.১.৭ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-২০১৭
বরাদ্দ	১৮০৩.০০	৭৪০০.০০	১৮৭২.০০	১৮৭৬.০০	১৪০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৮০২.৮৭	৭৩৮৩.৯৯	১৮৬০.৪৫	১৮১৪.৮৮	১৩৪৪.৫৯
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.৯৯%	৯৯.৭৮%	৯৯.৩৮%	৯৬.৭৪%	৯৬.০৪
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি					১৪২০৬.৭৭

অর্জন: ১০০% অগ্রগতি।

৮.১. শিশু কল্যাণ ট্রাস্টঃ

- ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাঃ

গত ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্টপতির আদেশক্রমে **"পথকলি ট্রাস্ট"** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি **"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"** নামকরণ করা হয়।

- **ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

(ক) ভাগ্যহত, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(খ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(গ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

- **ট্রাস্টি বোর্ডের গঠনঃ**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার স্বার্থে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে); মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- **ট্রাস্টের জনবলঃ**

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ০১ জন পরিচালক, ০১ জন উপ-পরিচালক ও ০২ জন সহকারী পরিচালক, ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ০১ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী ও ০১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যামান।

- **বিদ্যালয় সমূহঃ**

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে-ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ২৮৫০০জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

(খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ঢাকার কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

(গ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যাঃ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (কারিগরি প্রশিক্ষণসহ) মোট ১২২৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

(ঘ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৫০টি নিজস্ব ভবনে, ৭৯টি বিদ্যালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির পর এবং অন্যান্য স্থাপনায় ৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ১৯টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

<u>শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন</u>

(ক) ট্রাস্টের দপ্তর

১। শিক্ষক/কর্মচারি নিয়োগঃ

* ট্রাস্ট দপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ০২ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
* ২০১৬ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫৮ জন শিক্ষক/কর্মচারি (৫৪ জন শিক্ষক ও ০৪ জন) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২। নতুন বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্তঃ

ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন ১১৪টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়সমূহে ৬৮৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত হিসেবে ট্রাস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

(খ) বৃত্তি কার্যক্রমঃ

<u>সমাপনী পরীক্ষা-২০১৭</u>

(১) ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ হতে ২২২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং ২,০৪৭ জন বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার ৯৬।%৫৫.

<u>বৃত্তি পরীক্ষাঃ</u>

(২) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ২য় শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বৎসর বিভিন্ন শ্রেণিতে সর্বমোট ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। মাসিক বৃত্তির হার ৬০০/- টাকা।

(৩) একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করেন।

(৪) বিভিন্ন শ্রেণিতে বৃত্তি প্রাপ্তদের তালিকা অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে মোট ৯৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি সুবিধা পান।

প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

(৫) ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষক ও ৩০ জন শিক্ষিকাকে সিইনএড/সিএড/ডিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামতঃ

(৬) ট্রাস্ট পরিচালিত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরস্কার ও মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও খরচের বিবরণঃ

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস পরিচালনা খাতে ব্যয়ের বাজেট;

- মুলধন ২৩,১৬,৯০,২৮৮/-
- বাজেট বরাদ্দ ১,৩৯,৮৯,৯০০/-
- বাজেট ব্যয় ১,১২,৩৩,২৩৯/-

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনা খাতে ব্যয়ের বাজেট;

- মুলধন ১৩,৯৯,১৫,৫৫১/-
- বাজেট বরাদ্দ ১,০৪,০০,০০০/-
- বাজেট ব্যয় ৭৯,০৬,৯৩৭/-

(৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয়ের বাজেট;

- বাজেট বরাদ্দ ২৭,০০,০০,০০০/-
- বাজেট ব্যয় ২২,৮৫,২৮,৪৮৯/-